ফরিয়াদ

বৃহস্পতিবার • 9 August, Thursday, 2018 • ৪ পৃষ্ঠা

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • শিলচর • ধর্মনগর
কলকাতা • মুম্বই

লে গেরুয়া
রেশ বাবুর

বিভাগীয় অফিসটির দেয়ালে কান রাখলে এই ইঞ্জিনীয়ার বাবুর বহু কীর্তি কাহিনী গুণগুণ করে কানে বাজবে। এর মধ্যে আর্থিক কেলেঙ্কারী যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অন্যান্য রসালো মশলাদার কাহিনী। ইদানিং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ নিগমের বহু অনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে সরব হয়েছেন, ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছেন, ফলে এলাকার লোকজন এই ইঞ্জিনীয়ার ও অফিসের অন্য কর্মীদের আচরণ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি অর্থে হরির লুট চালিয়ে যাওয়া এই ইঞ্জিনীয়ার ও কেরানীবাবুদের কাজকর্মে ক্ষোভ বাড়ছে তিন জেলার কর্মীদের মধ্যে। এর ফলে যে কোন সময় অঘটন ঘটে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। একদা গায়ে লাল শালু জড়িয়ে ও মন্ত্রীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যে সুরেশ বাবু সরকারী টাকায় লুট বাণিজ্য চালিয়েছেন আজ পরিবর্তিত অবস্থায় গেরুয়া রং মাথায় মুখে মেখেও নিজেকে বাঁচানো তার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চোরের থাবা

স্টাফ রিপোর্টার, ৮ আগস্ট ঃ অরক্ষিত ব্যাঙ্কে রাতের অন্ধকারে প্রবেশ করে দুঃসাহসিক চুরির চেষ্টা। তবে দরজা খোলা থাকলেও কিছুই খোয়া গেল না ব্যাঙ্ক থেকে। এমনটাই দাবি করলেন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি হয়েছে নরসিংগড় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে। জানা গেছে, বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ ব্যাঙ্কে যান ম্যানেজার সমীর দাস। তখনই তার নজরে আসে প্রধান দরজার কলাপসিবল গেইট সামান্য খোলা রয়েছে। যে ফাঁক দিয়ে অনায়াসে একজন মানুষ ঢুকতে পারবে। বিষয়টি নজরে আসতেই তিনি পাশে থাকা এয়ারপোর্ট থানায় ঘটনাটি জানান। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দলবল নিয়ে পৌছান ওসি প্রশান্ত দে। এরপর চারদিকে খতিয়ে দেখা হয়। দেখা যায় স্বস্থানেই রয়েছে ব্যাঙ্কের কম্পিউটার, কাগজপত্র সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। তবে ওসি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। কারণ একমাস আগেই ওসি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে অফিসে সিসি ক্যামেরা লাগাতে বলেছিলেন। কিন্তু সেটা করা হয়নি। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের বক্তব্য সিসি ক্যামেরার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। তার উপর নেই কোন নিরাপত্তা রক্ষীও। সবমিলিয়ে হযবরল অবস্থায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নরসিংগড় শাখা। ওসি প্রশান্ত দে জানিয়েছেন, একমাস আগেও ব্যাঙ্কে সিসি ক্যামেরা লাগানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পুলিশের পরামর্শে কান দেয়নি। সেই সাথে ব্যাঙ্কের মোতায়েন করা হয়নি কোন নিরাপত্তা রক্ষীও। যে কারণে রাতের

—দুইয়ের পৃষ্ঠায়

অনলাইন ভর্তি চলছে

NIOS এ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এপ্রিল ২০১৯ Session-এ ভর্তি চলছে। ভর্তির শেষ তারিখ ১৫ই

ডঃ অরিজিৎ দাসের আবিষ্কৃত সূত্রগুলিতে মান্যতা দিল ভারত সরকার

আগরতলা ঃ দীর্ঘ টানা ৮ মাসের পর্যবেক্ষণের পর অবশেষে ভারত সরকার স্বীকৃতি দিল ডাঃ অরিজিত দাসের আবিষ্কৃত রসায়নের ১৯ টি সহজ শিক্ষাদান পদ্ধতি সহ ৩৯ টি সূত্র। গত ৭ আগস্ট, ২০১৮ মঙ্গলবার ভারত সরকারের কপি রাইট দপ্তর আগরতলা বাধারঘাটস্থিত রামঠাকুর কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান তথা সহকারী অধ্যাপক ডঃ অরিজিৎ দাসের আবিষ্কৃত এই শিক্ষাপদান পদ্ধতি এবং সূত্রগু লিকে মান্যতা দিয়েছে। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর হল এল-৭৭১৪০/২০১৮। উল্লেখ্য, ডঃ আবিষ্কৃত সহজ শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সূত্রগুলি ৪ টি মহাদেশ। যথাক্রমে এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। তাছাড়া এই সূত্রগুলি ইন্ডিয়ান ক্যামিকেল সোসাইটি। আমেরিকান ক্যামিকেল সোসাইটি, আফ্রিকান ক্যামিকেল সোসাইটি, ক্যালিফোর্নিয়া ডেভিস বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়ক সিটি কলেজ, আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এবং ওপেন সায়েন্স রিসার্চ সোসাইটি আমেরিকায় সূচিবদ্ধ সহ মান্যতা পেয়েছিল। তাছাড়া ঃি দাস ডিসেম্বর ২০১৩ সাল থেকে আমেরিকান ক্যামিকেল সোসাইটির একমাত্র আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে ত্রিপুরা থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। এই কাজে সহযোগিতার জন্য ডাঃ রামঠাকুর কলেজের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে বিশেষভবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ডাঃ ডাসের এই সাফল্যে আই আই টি খরগপুরের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পি কে চট্টরাজ, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যপক ডাঃ সমর কুমার দাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রবিভাগে রসায়ন অধ্যাপক ডঃ জি এন মুখার্জি, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এইচ কে শর্মা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ আর কে নাথ ও রেজিস্ট্রার শাণিত দেবরায় ডাঃ দাসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পার্টি দরদি বা নেতা দরদি নয়, প্রশাসনকে হতে হবে জনদরদি ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

চড়িলাম প্রতিনিধি, ৮ আগস্ট ঃ বুধবার সিপাহীজলা জেলার প্রাণী

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, সমাজসেবী